দ্বিতীয় প্রবাস - ১৫

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আগের রাতে অনেকক্ষন জেগে থাকার কারণে বাসায় ফিরে নামাজ সেরেই শুতে চলে গেলাম। আগামি কাল আমাদের নতুন এপার্টমেন্টে ওঠার জন্য কিছু কেনা কাটার ব্যাপার রয়ে গেছে। কিন্তু শুলেই কি আর সহজে ঘুম আসে? নানাধরণের এলোমেলো চিন্তা এসে মাথায় ভিড় জমায়। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে নবীগঞ্জ গ্রামের কদম রসুল দরগাহ বাড়ীর ছেলে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দর ঘুরেও কেন যেন কোথাও থিতু হতে পারলাম না। ষাট বছর বয়েসে, যখন আমার অনেক সহকর্মীরা চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার কথা ভাবছেন, সে সময় এই sabbatical leave এ না আসলে আমার career এর খুব যে একটা ক্ষতি হোত তা তো নয়। আর ছেলের বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করার যে সুবিধার কথা বলে আমার এখানে আসাটা আমি জায়েয করতে চাচ্ছি সে যুক্তিটাও যে বেশ নড়বড়ে সে ব্যাপারে যে আমি ওয়াকেফহাল নই তা তো নয়। তবু আমি আমার সিডনীর নিরুপদ্রব, নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে চলে এসেছি পাঁচ মাসের জন্য এক অস্থায়ী ঠিকানার অনিশ্চিত জীবনে। কেন এলাম তার সঠিক জবাব আমার জানা নেই। তবে মনে হয় জন্মভুমি ছেড়ে যারা অন্য কোন বিশেষ দেশে নোংগড় না গেড়ে আমার মত বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়ে একটা বোহেমিয়ান জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার আর সম্ভবতঃ থিতু হওয়া হয়ে ওঠে না। কিছুদিন এক জায়গায় থাকার পরই মন কেমন যেন উচাটন হয়ে যায়। উনিশশো উনসত্তরে প্রথম পড়াশুনার জন্য দেশ ছেড়ে আমেরিকা এসেছিলাম; একাত্তরে ফিরে এসে আবার পড়াশুনার খাতিরেই চুয়াত্তরে নেদারল্যান্ডে গিয়ে ছ'মাস কাটাই। তারপর ছিয়াত্তরের বাকশালী স্বৈরশাসনামলে নেহায়েত প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে চাকুরী নিয়ে সেই যে দেশ ছাড়া হয়ে সুদুর আফ্রিকার সুদানে গেলাম, আর ফেরা হলো না। তারপর সিঙ্গাপুরে ন'বছর, অস্ট্রেলিয়ায় চার বছর, আবার সিঙ্গাপুরে ফিরে গিয়ে সাত বছর, অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ বছর, আর এবারে আমেরিকায় ছয় মাস। এ যাযাবরের জীবন নয়তো কি? এ যেন 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি...'।

এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি বলতে পারবো না। যখন ঘুম ভাংলো তখন সকাল আটটা বাজে। কিন্তু বাইরে অন্ধকার এবং বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা নিউ ব্রানসউইক শহরে আসার পর থেকে মোটামুটি প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে; তবে আজকের বৃষ্টিটার বেগ যেন অন্যান্য দিনের চাইতে প্রবল। কিন্তু আমরা স্থির করেছি আজকের মধ্যে আমরা আমাদের কেনা কাটা অবশ্যই শেষ করতে চেষ্টা করবো এবং আগামী দু'একদিনের মধ্যেই আমাদের বাসায় উঠে যাব। পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে আমেরিকাতে Labour day উপলক্ষ্যে long weekend শুরু হবে। তার আগে আমাকে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা সারতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে Rutgers Graduate School of Business এর Dean এবং Marketing বিভাগের প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত এবং আমার নতুন কর্মস্থলের identity card সংগ্রহ করা, computer account খোলা এবং আমার অফিস কামরার চাবি সংগ্রহ করা।

যেহেতু বেশ অনেকদিনই এখানে থাকতে হবে এবং একমাত্র ছেলের বিয়ের মতো একটি ব্যয়বহুল ব্যাপারও সামলাতে হবে, প্রয়োজনের খাতিরেই আমাকে একটা Bank account ওখুলতে হবে। কিন্তু ইউনিভার্সিটির identity card না থাকলে Bank account খোলা সম্ভব নয়। ৯/১১ এর পর থেকে অন্য কোন দেশ থেকে আমেরিকাতে টাকা পাঠানো বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর প্রেরক বা প্রাপক যদি মুসলমান হয় তাহলে তো গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ব্যাপার। Laboure day r long weekend শেষ হতে হতেই ক্লাশ শুরু হয়ে যাবে। এ ছাড়া বন্ধু মাহমুদ হাসান Islamaic Society of North America র বাৎসরিক সন্মেলনে যোগ দেবার জন্য এই ছুটিতে সপরিবারে শিকাগো যাবেন। কাজেই ছুটির আগেই এই কাজ গুলো সেরে না রাখতে পারলে বেশ ঝামেলা হবে। অতএব, বৃষ্টি-বাদল আর ঝড়-ঝঞ্জা যাই হোক না কেন আজকে অবশ্যই আমাদের কেনা কাটা সেরে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।

নাস্তা শেষ করে আমি, নাসিম এবং মাহমুদ হাসান ও তার বড় ছেলে শিবলী বৃষ্টি মাথায় নিয়েই shopping mall এর উদ্দেশ্যে বের হলাম। হাসানের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা প্রথমেই গেলাম একটি mattress এর দোকানে। সেখানে একটি double futon mattress অর্ডার দিয়ে চলে এলাম আমেরিকা তথা বিশ্বের বৃহত্তম সুপার মার্কেট চেইন Walmart এ। এখান থেকে টেবিল, চেয়ার, সোফা বেড, টেলিভিশন, বিছানার চাদর এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য সামগ্রী কেনা কাটা শেষ করে বিকেল নাগাদ সেগুলো আমাদের নতুন apartment এ রেখে আমরা মাহমুদ হাসানের বাসায় ফিরে এলাম। এদিকে বাসায় মঞ্জুভাবী আমাদের নতুন বাসার জন্য হাড়িকুড়ি, বাসন-কোসন, গ্লাস, চামচ এবং আরো বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস বেঁধেছেদে মোটামুটি ভাবে এক ছোটখাট গন্ধমাদন পর্বত তৈরী করে রেখেছেন। এর মধ্যে আবার একটি টেলিভিশন ও আছে। ঠিক হলো যদি এই টেলিভিশনটিতে কাজ চলে যায় তবে সদ্য কেনা TV টি ফেরত দিয়ে দেয়া হবে। আমেরিকার বড় বড় সুপার মার্কেটগুলুতে কেনা কাটা করার এই এক সুবিধে; রশিদ থাকলে কেনার দীর্ঘ সময় পরও কোন জিনিস ফেরত দেয়া যায়।

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর মঞ্জুভাবীর অনুরোধে আমরা তাদের এক বন্ধুর বাসায় গেলাম। সেখানে একটি বাংলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া চলছে। হাসান এবং মঞ্জুভাবীর মেয়ে সাবরিনা সে অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী হিসেবে অংশ নিচ্ছে। অনুষ্ঠানটির পরিচালিকা একজন ভারতীয় বাংগালী মহিলা। এখানে তিনি একটি গান ও নাচের স্কুল চালান। এই ভদ্রমহিলা জন্মসুত্রে পুর্বপাকিস্তানের মানুষ। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের হানাদার সৈন্যদের হাতে তার পরিবারের বেশ কিছু মানূষ মারা যান এবং তারা কোলকাতা চলে যান। তার সাথে আলাপচারিতায় মনে হলো মনে প্রাণে আজো তিনি পুর্ববাংলারই রয়ে গেছেন; নিউ জার্সিতে প্রবাসী বাংলাদেশের বাংগালীদের সবাই তার আপনজন - কাকু, মেসো, পিসেমশায়, দিদি, কিংবা মাসীমা।

শিল্পীরা যখন রিহার্সালে ব্যস্ত, আমাদের মত অশিল্পীরা তখন গাল-গল্পে মশগুল। বাইরে মুশলধারে বৃষ্টির সাথে বাড়ীর বেজমেন্ট থেকে ভেসে আসা রবীন্দ্রসংগীত 'মম চিত্তে নিতি নিত্তে কে যে নাচে তা তা থৈ থৈ ...' এক চমৎকার আবহ সৃষ্টি করেছে। গৃহকর্তৃর কল্যানে অঢেল ঝালমুড়ি, ডালমুট আর মিস্টির সদ্ব্যবহারের সাথে সাথে তুমুল ভাবে দেশ বিদেশের রাজনীতি

এবং নেতাদের পিন্ডিচটকানো চলছে। হারামজাদা (এবং জাদী) কত প্রকার এবং তাদের প্রকৃষ্ট সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে বারবার সর্বসম্মতিক্রমে জর্জ বুশ, ডিক চেনী, কন্ডোলিজ্জা রাইস, ডোনালড রামসফেলড, পারভেজ মুশাররফ, এহুদ ওলমার্ট, বিন লাদেন এবং খালেদা জিয়া গং এর নাম উচ্চারিত হলো। স্থানীয় রাজনীতি এবং নেতাকর্মীরাও অবশ্য এ আলোচনায় এলেন, তবে সম্ভবতঃ আমি এখানকার কেউ নই এ কথা মনে রেখে এদের নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই থামিয়ে দেয়া হলো ।

রিহার্সাল শেষ হতে হতে রাত প্রায় দেড়টা বেজে গেল। আমরা যখন বাসায় ফিরে এলাম তখন প্রায় দু'টো বাজে। বাইরে তখনো অবিরাম বৃষ্টি পরছে।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)

পাদটীকা:

সুধী পাঠক,

আমাদের লেখক ড: মো: আ: রাজ্জাক বর্তমানে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে আমেরিকাতে অবস্থান করছেন। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরের গোড়াতেই তিনি সিডনীতে ফিরবেন, নিজের কর্মস্থল নিউ সাউথ ওয়েলস ইউনিভার্সিটিতে আবার শুরু হবে তাঁর ব্যস্ততম জীবন। সিডনীতে একই নামে কয়েকজন বাংলাভাষী ব্যক্তি থাকাতে তাৎক্ষনিক পরিচিতির জন্যে স্বভাবজাত পদ্ধতীতে বাংলাদেশীরা একেকজনকে একেক নামে আখ্যায়িত করেছেন এখানে, যেমন 'ভালো রাজ্জাক', 'ক্যাডেট রাজ্জাক' ও 'দুষ্টু রাজ্জাক'। আমাদের ড: রাজ্জাককে সিডনীর আপামর জনসাধারন 'ভালো রাজ্জাক' হিসেবেই জানেন। তিনি একজন জ্ঞানী শিক্ষক হিসেবে নয় শুধু, একজন যোগ্য পিতা হিসেবেও বাস্তব জীবনে তা প্রমান করেছেন। শিক্ষা, দীক্ষা, আচরন ও নিজ নিজ পেশায় প্রতিষ্ঠিত দুটি সন্তানের জনক তিনি। বড় মেয়ে সনিয়া স্বামী সংসার নিয়ে দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসী। সনিয়া (৩৬) এন. এস. ডব্লিউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োলোজিকেল সায়েন্স এ উচ্চতর শিক্ষা সমাপন শেষে এখন একজন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেন আমেরিকার বিখ্যাত ডাও ক্যামিকেল কোম্পানীতে। একমাত্র ছেলে শেরীফ তারিক রাজ্জাক (৩০) একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে শীর্ষতম শিক্ষা শেষে সিডনীতে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেছিল। শেরীফ বর্তমানে ব্রিলিয়ান্ট নামে একটি ফিনানসিয়াল কন্সালটেন্ট কোম্পানীতে চাকুরী করছে। গত ২৮ অক্টোবর শনিবার ড: রাজ্জাকের একমাত্র ছেলে শেরীফের বিয়ে হলো আমেরিকাতে। পুত্রবধূ গুজরাট বংশদ্ভুত একজন এ্যমেরিকান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত ও সুন্দরী নববধূ একজন সেলস এক্সিকিউটিভ হিসেবে আমেরিকার এ্যালেগ্রা ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানিতে চাকুরী করছে। ড: রাজ্জাক তার মূল কর্মস্থল এন. এস. ডব্লিউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত অবকাশ সময়টিকে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় ব্যায় করার একটি বিশেষ কারন ছিল তার ছেলের বিয়ে। অর্থাৎ স্বপরিবারে উপস্থিত থেকে ছেলের বিয়ের সুযোগে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠায় ছড়ানো-ছিটানো তার সকল আত্মিয় স্বজনদের সাথে পুন:মিলিত হওয়া। অত্যান্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে সেদিন তার একমাত্র ছেলের বিয়ে হলো, দলবেঁধে হৈ-হল্লুড করে দীর্ঘদিন পর প্রবাসে উদযাপিত হলো 'আত্মিয় মহাসম্মেলন'। বিয়ের ছবিগুলো দেখতে পাশে 'Just married' যুগল শব্দটিতে টোকা মারুন। Just married